কীটশত্রু ঃ কাউনে বিশেষ কোন পোকার উপদ্রব হয় না।

রোগ নিয়ন্ত্রন ঃ কাউনে খোলা ধ্বসা এবং ডাউনি মাইলিডও রোগের প্রর্দুভাব দেখা যায়। উপরোক্ত রোগগুলো দমনের জন্য বীজ বোনার আগে বীজ কার্বেনডাজিম ১ গ্রাম প্রতি কেজি বীজে এই হারে মিশিয়ে এবং ১ গ্রাম কার্বেনডাজিম প্রতি লিটার জলে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। উপরোক্ত স্প্রে গাছের অঙ্গজ বৃদ্ধি দশায় প্রয়োগ করতে হয়।

ফসল তোলা ঃ কাউনে ৫০-৬০ দিনের মাথায় ফুল আসে এবং ৮০-৯০ দিনের মাথায় ফসল পরিপক্কতা লাভ করে।

ফলন ঃ হেক্টর প্রতি ১০-১২ কুইন্টাল।

আয়-ব্যয়ের হিসাব ঃ কাউন ফসলে খরচ খুব কম লাগে। কারণ এই ফসলের জন্য বিশেষ কোন যত্ন ও পরিচর্য্যার দরকার হয়না।আউস ফসলের তুলনায় যত্ন ও পরিচর্য্যা অনেক কম। অন্যান্য খরচও তুলনামূলক কম। হেক্টর প্রতি ৬০,০০০ থেকে ৮০,০০০ টাকা অবধি আয় হয় (কানি প্রতি ৯৫০০ থেকে ১২,৫০০)

কারিগরী প্রকাশনা নং ঃ- ৯ ২০১৫

প্রকাশনা সহায়তা ঃ শস্য বিজ্ঞান শাখা, শস্য রক্ষা ব্যবস্থাপনা শাখা, রাজ্য কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, অরুন্ধতিনগর।

সম্পাদনা ঃ সহঃ অধিকর্তা কৃষি তথ্য শাখা, রাজ্য কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, অরুন্ধতিনগর।

প্রকাশক ঃ যুগ্ম কৃষি অধিকর্তা, রাজ্য কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, অরুন্ধতিনগর।

কৃষি বিভাগ, ত্রিপুরা সরকার

মুদ্রণে ঃ এশ্‌মিনা প্রিন্টার্স, আগরতলা।

সত্যমেব জয়তে

ত্রিপুরা সরকার

বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে কাউন চাষ

রাজ্য কৃষি গবেষণা কেন্দ্র

অরুন্ধতিনগর

কৃষি বিভাগ, ত্রিপুরা সরকার।

বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে

কাউন চাষ

কাউন বা **ইটালিয়ান মিলেট, ফক্সটেইল মিলেট** নামেও পরিচিত। ভারতে কাউন বৃষ্টি নির্ভর অঞ্চলে বা যে সমস্ত এলাকায় সেচের ব্যবস্থা নাই সেসব অঞ্চলে উৎপাদন করা হয়। কাউনের বহুবিধ ব্যবহার আছে। কাউন ভাতের মতো সেদ্ধ করে খাওয়া হয়। কোথাও কোথাও কাউনের বীজ পিষে আটা করে রুটি তৈরী করে খাওয়া হয়।

কাউনের যথেষ্ট পুষ্টিগুণ রয়েছে ঃ ১০০ গ্রাম কাউন দানায় ১২.৩ শতাংশ প্রোটিন, ৪.৭ শতাংশ স্নেহদ্রব্য ও তেল, ৬০.৬ শতাংশ কার্বহাইড্রেট এবং ৩.২ শতাংশ অ্যাশ থাকে।

উদ্ভিদতাত্ত্বিক বিবরণ ও বিস্তার ঃ ভারতে কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, উত্তর প্রদেশে এবং ত্রিপুরায় জুম চাষ এলাকায় কাউন চাষ করা হয়। কাউনের কান্ড নমনীয় এবং খাড়া। খরিফ/রবি ফসল হিসেবে কাউন চাষ করা যায়। উচ্চতা ৯০ থেকে ১৫০ সেঃমি। বীজ খুব ছোট ।

আবহাওয়া ঃ কাউন উষ্ণ কিংবা শীতল উভয় জলবায়ু অঞ্চলেই সাফল্যজনকভাবে উৎপাদন করা যায়। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ২০০ মিটার অবধি উচ্চতায় কাউন চাষ করা যায়। কাউনের সমগ্র জীবনকালে মাঝারি তাপমাত্রার প্রয়োজন হয়। বার্ষিক ৫০০ থেকে ৭৫০ মিঃমি বৃষ্টিপাতে কাউন সফল্য জনকভাবে ফলে।

মাটি ঃ ভাল ফলনের জন্য উর্বর এবং জল নিকাশের সুবন্দোবস্ত জমি কাউন চাষের জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজন, যদিও অপেক্ষাকৃত অনুর্বর জমিতেও কাউন চাষ করা যায়। হালকা লাল দোয়াশ, পলি মাটি কিংবা কালোমাটি কাউন চাষে উৎকৃষ্ট।

জাত ঃ এস.আই.এ-৩০৮৫,৩০৮৮,৩১৫৬ এবং এইচ.এম.টি-১০০-১, কো-৩, কো-৪, অর্জুন, আই এস সি-৭০১, আই এস সি - ২০১, আই এস সি - ১১৯ এর সঙ্গে জুম ফসলে ব্যবহৃত জাত গুলি কাউন চাষের জন্য উপযুক্ত।

জমি তৈরী ঃ সমতল কিংবা সমান টিলা জমির মাটি বর্ষা শুরুর আগে এক দুবার চাষ দিয়ে রাখতে হবে। এরপর প্রাক মৌসুমী বৃষ্টির সুযোগ নিয়ে জমি ভালভাবে অন্ততঃ দু-বার চাষ দিয়ে চৌরস করতে হবে। জমিতে জল নিকাশের সুব্যবস্থা করতে হবে। টিলার ঢালে হালকা চাষ দিয়ে কিংবা খুচিয়ে কাউনের বীজ বপন করা হয়।

বীজের পরিমান ঃ এক হেক্টর জমিতে কাউন চাষের জন্য লাইনে কিংবা খুচিয়ে লাগালে ৮ থেকে ১০ কেজি বীজ লাগবে।

বীজ শোধন ঃ বীজ বোনার আগে প্রতি কেজি বীজ ১ গ্রাম কার্বেনডাজিম দিয়ে শোধন করে নিতে হবে। কার্বেনডাজিম ৫০ শতাংশ (বেভিষ্টিন) এবং ম্যানকাজেব ৭৫ শতাংশ জলাগোলা পাউডার এক সাথে মিশিয়ে প্রতিকেজি বীজ শোধন করলে বীজ বাহিত রোগ কীটানু মারা যায় এবং পরে রোগ ও কীটশত্রুর আক্রমণ কম হয়।

বীজ বোনার সময় ঃ জলদী লাগান কাউনের ক্ষেত্রে মে মাস বীজ বোনার ক্ষেত্রে উপযুক্ত সময়। প্রধান ফসল হিসেবে চাষ করলে জুন-জুলাই। দেরীতে লাগানো ফসলের ক্ষেত্রে আগষ্ট মাস অবধি কাউন বীজ বোনা যায়।

দূরত্ব ঃ লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব ২৫-৩০ সেঃমি। বীজ বোনার গভীরতা ২-৩ সেঃমি। গাছ থেকে গাছ ৮-১০ সেমি।

সার প্রয়োগ ঃ জৈব / আবর্জনা পচা সার - হেক্টর প্রতি ৫-৬ টন, এবং হেক্টর প্রতি ইউরিয়া ১৩০ কেজি, সিঙ্গেল সুপার ফসফেট - ১৮৭ কেজি, মিউরেট অব্ পটাশ - ৫০ কেজি।

উপরোক্ত সারের অর্ধেক পরিমান নাইট্রোজেন ঘটিত সার (ইউরিয়া) এবং ফসফরাস ও পটাশ ঘটিত সারের পুরোটা জমি তৈরীর সময় শেষ চাষের আগে জমিতে প্রয়োগ করতে হবে। বাকী ইউরিয়া জমির আগাছা পরিষ্কার করে ৩০ দিনের মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে।

জলসেচ ঃ খরিফসন্দে চাষ করলে কাউনে কোন জলসেচ লাগেনা। তবুও যদি অনেকদিন খরা থাকে তবে ভাল ফসলের জন্য ১-২ বার জলসেচ দিতে হবে। বোনার ২৫ থেকে ৫০ দিন পর। কাউন জল দাঁড়ান সহ্য করতে পারেনা সেজন্য অতিরিক্ত জল জমি থেকে বের করে দিতে হবে।

আগাছা নিয়ন্ত্রন ঃ কাউনের পুরো জীবনকালে ২-৩ বার প্রয়োজন মত আগাছা বাছাই করে দিলে ভাল ফসল পাওয়া যায়।